OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, Part – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 28
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 217 - 224
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue - ii, Published on April issue 2026, Page No. 217 - 224
Website: https://tirj.org.in/tirj, Mail ID: editor@tirj.org.in
(SJIF) Impact Factor 8.111, e ISSN : 2583 - 0848

খল চরিত্রের ক্ষমতা, ষড়যন্ত্র ও বিশ্বাসঘাতকতা : সিকান্দার আবু জাফরের ‘সিরাজ-উ-দ্দৌলা’ নাটকের পাঠভিত্তিক বিশ্লেষণ

ড. মোঃ আব্দুর রহমান
সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ
বিএএফ শাহীন কলেজ, ঢাকা
Email ID: arsumon007@gmail.com

Received Date *30. 04. 2026*
Selection Date *10. 05. 2026*

Keyword
খলচরিত্র, দেশি, বিদেশি, প্রাসাদ ষড়যন্ত্র।

Abstract
Sikandar Abu Zafar is mainly a poet; then a dramatist. He was always a pioneer of the movement of progressive literature and culture. 'Sirajuddoula' is a historical tragedy written by him. In this drama, he discovered Siraj in a new way; at the same time, he depicts the interpersonal relation of the villainous or treacherous characters exactly. In this drama, he tried to follow the history completely. Even sometimes, to emphasize history, the character of Sirajuddoula was not developed fully. Though the suffering and agony of Siraj were suppressed because of the pressure of the historical events, the negative characters were in one dimension. It seems that every one is interrelated. Nevertheless, it is inevitable that the dramatist was capable of discovering a humanitarian and freewill agent like Sirajuddoula from the boring information of the history.

Discussion

সাহিত্যে মানবজীবন ও মননের প্রতিফলন ঘটে। বাংলা সাহিত্যের নানাবিধ শাখার মধ্যে নাটক একান্তভাবে আধুনিককালের সৃষ্টি। ঊনবিংশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধের পূর্বে কোনো সার্থক বাংলা নাটক রচিত হয়নি। আমাদের দেশে সাধারণ রঙ্গমঞ্চের প্রতিষ্ঠা ও নাটক সৃষ্টির মূলে রয়েছে পাশ্চাত্য প্রভাব (ঘোষ ১৯৯১ : ৩৭)। এর পূর্বে যাত্রা, কথকতা, কবিগান, পাঁচালী প্রভৃতি জনসাধারণের মনোরঞ্জন করত। বাংলা কাব্যসাহিত্যের ক্ষেত্রে আমরা যে প্রাচীনত্ব দাবি করতে পারি; নাটকের ক্ষেত্রে সেরকম প্রাচীনত্বের দাবি চলে না। নাটক মঞ্চে অভিনয়ের জন্য রচিত সংলাপ নির্ভর সাহিত্য। সংকীর্ণ অর্থে নাটক একটি গুরুগম্ভীর শিল্প সৃষ্টি যা কোনো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াদি নিয়ে মঞ্চের জন্য লিখিত হয়। নাটকে নাট্যকারের নিজের পক্ষ থেকে কাহিনি তুলে ধরা, ঘটনা বর্ণনা করা বা চরিত্র সম্পর্কে মন্তব্য করার সুযোগ নেই (বিল্লাহ ২০১৭ : ২)। নাটক বা সর্বজন অর্থে drama পদ্য কিংবা গদ্য সংলাপের রীতিতে রচিত মঞ্চে অভিনয় উপযোগী এক সাহিত্যকর্ম। শ্রুতি ও দৃশ্য নির্ভর মাধ্যমের সাহায্যে পরিবেশন যোগ্য এক ফলিত শিল্পরূপ, যার উদ্ভব হয়েছিল প্রাচীন বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর ধর্মীয় সামাজিক সাংস্কৃতিক ক্রিয়াকাণ্ডে (চট্টোপাধ্যায় ২০০৯: ০৭)। নাটকে কাহিনি থাকে এবং চরিত্রের সমন্বয়ে সেই কাহিনি

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, Part – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 28
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 217 - 224
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

রসপরিণতি লাভ করে। চরিত্র সৃজন নাট্যসাহিত্যে অনিবার্য সত্য হয়ে পড়ে। ঘটনা বা কাহিনি অনেক সময় মুখ্য ভূমিকা পালন করলেও সেই কাহিনি প্রলম্বিত হয় এবং অগ্রগামী হয়ে চরিত্রের মাধ্যমে পরিণতির দিকে যায়। নাটকের সূচনালগ্ন থেকে আজ পর্যন্ত চরিত্র নানা সমীক্ষায়, প্রতিনিয়ত নতুন মাত্রায় রূপায়িত হয়ে চলেছে (রহমান ২০২৭ : ০৭)। নাট্যকারের সত্যিকারের দৃষ্টিভঙ্গির বহিঃপ্রকাশ যেন প্রতিটি চরিত্র। তবে নাটকের চরিত্র সৃষ্টিতে অনেক বিষয় সংশ্লিষ্ট থাকে। নাট্যকারের সমসাময়িক পরিবেশ-পরিস্থিতি, সমাজ, রাজনীতি, অর্থনীতি, ধর্মীয়, অনুভূতি তথা তার ভাবনা, চিন্তা, দর্শন তুলে ধরেন।

নাটক মানবজীবনের সার্থক রূপায়ণ। মানবজীবনের এই বিশেষ রূপায়ণের জন্য কয়েকটি জিনিস একান্তভাবে প্রয়োজন-নাট্যকার, নাটক বা Plot, পাত্র-পাত্রী, রঙ্গমঞ্চ ও দর্শক। নাটককে objective সাহিত্য বলা যেতে পারে। কেননা নাটকে নাট্যকার নিজেকে যথাসম্ভব গোপনে রেখে চরিত্র সৃষ্টির মাধ্যমে একটি নির্লিপ্ততা (detachment) রক্ষা করে চলেন। কোনো কোনো নাট্যকার অবশ্য নিজের ধ্যান-ধারণার কথা পাত্র-পাত্রীদের সংলাপে যোগ করে দেন। এতে নাট্যকলার গুণ ক্ষুণ্ন হলেও জীবনের খণ্ড খণ্ড বিষয়গুলো একটি অখণ্ড চেতনায় উদ্ভাসিত হয়। তাছাড়া –

> "সাহিত্য মূলত এক, কিন্তু জীবনের এই বিভিন্নতা অনুযায়ী তার বিষয়বস্তু ও শিল্পরীতি বিশেষ রূপ লাভ করে। জীবন যখন শান্ত ও সুন্দর, ভাবময় ও কল্পনারঞ্জিত, তখন লেখা হয় কবিতা। আবার জীবন যখন ব্যাপক, জটিল ও বহুবিচিত্র বস্তু ও ভাবনার ভারে পীড়িত হয়ে লেখকের বর্ণনার পথে মন্থরশীল, তখন জন্ম লাভ করে উপন্যাস। কিন্তু জীবন যখন দেখা দেয় অশান্তি ও বিক্ষোভের মধ্যে, ক্ষিপ্র গতি ও তীব্র বিরোধের মধ্যে তখন তার রূপ ধরা পড়ে নাটকে।" (ঘোষ ২০০৩ : ১)

এক

'খল' শব্দটি সংস্কৃত খিল+অ থেকে বাংলায় এসেছে। বাংলা একাডেমির আধুনিক বাংলা অভিধানে খল অর্থ কপট ক্রুর বা হিংসক (চৌধুরী ২০১৬ : ৩৬১)। ইংরেজিতে খলকে বলা হয় villain, ইংরেজিতে বলা হয়েছে –

> "The main bad character in a story, play, etc. He often plays the part of the villain. A person who is morally bad or responsible for causing trouble or harm. (Dictionary 2010 : 1718)

'খল' চরিত্রের শিরায় শিরায় কৌশল, অন্যায়, অসভ্যতা বা খুনের অনুরঞ্জন প্রবাহিত হয়। নায়ক-নায়িকার জীবনে অশান্তি, বেদনা ও চারিত্রিক স্খলনের নিমিত্তে ফাঁদ প্রস্তুত করতেই এরা সর্বদা ব্যস্ত থাকে (রহমান ২০২৭ : ১)। সাহিত্যের আদি কবিদের রচনায় খল চরিত্রের উপস্থিতি ছিল। গ্রিক মিথে দেব-দেবীর বিচিত্র খলামির বিবরণ পাওয়া যায়। মহাভারতে শকুনি যেমন খল চরিত্র, তেমনি রামায়ণের রাবণ বিখ্যাত খল চরিত্র। যদিও আধুনিক কালে নবজাগরণের সূচনা ও মূল্যবোধে উদ্দীপ্ত হয়ে মাইকেল মধুসূদন দত্ত (১৮২৪-১৮৭৩) মেঘনাদবধ কাব্য এ (১৮৬১) নায়ক করেছেন রাবণকে। স্বাভাবিকভাবেই এখানে খল চরিত্র রাম ও লক্ষণ। বিশ্বসাহিত্যের 'খল' চরিত্রগুলোর দিকে লক্ষ্য করলে দেখা যায়, এরা কেউ অপরাধী, সংকীর্ণচেতা, এবং নায়কের বিপরীতে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় শক্তি প্রয়োগকারী। তবে 'খল' চরিত্রগুলো সাধারণ মানুষের কাছে বাজে লোক, নিষ্ঠুর ও হৃদয়হীন। সাহিত্যে 'খল' চরিত্রের সৃজন নতুন নয়। চর্যাপদের পদকর্তাদের পদসমূহেও 'খল' চরিত্রের উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। বাংলা সাহিত্যের প্রবাদ পুরুষ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 'খল' বা মন্দ চরিত্র নির্মাণ প্রসঙ্গে বলেছেন -

> "সংসারে মন্দ লোকও আছে ছড়িয়ে, নানা কিছুর সঙ্গে মিশিয়ে; আমাদের পাঁচ-মিশোলি অভিজ্ঞতার মধ্যে তাদের মন্দত্ব অসংলগ্ন হয়েই দেখা দেয়। সেই বহু লোকে বহুবিধ মন্দত্বের খণ্ড খণ্ড পরিচয় সংসারে আমাদের কাছে ক্ষণে ক্ষণে এসে পড়ে, তারা আসে, তারা যায়, তারা আঘাত করে, নানা ঘটনায় চাপা পড়ে তারা অগোচর হতে থাকে। সাহিত্যে তারা সংহত আকারে ঐক্য লাভ করে আমাদের নিত্য মনের সামগ্রী হয়ে ওঠে, তখন তাদের আর ভুলতে পারিনে।" (ঠাকুর ২০০৬ : ৪১৬)

বাংলাদেশের নাট্যসাহিত্যে সিকান্দার আবু জাফর (১৯১৮-১৯৭৫) এর অবস্থান স্বতন্ত্র। অন্যতম কবি হিসেবে জনপ্রিয় হলেও গীতিকার ও নাট্যকার হিসেবে তিনি সার্থক। বাংলাদেশের সাহিত্য ভুবনে তিনি অধিক পরিচিত ১৯৫৭ সাল থেকে সমকাল

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, Part – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 28
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 217 - 224
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

নামক একটি প্রগতিশীল সাহিত্য মাসিকের প্রকাশক ও সম্পাদক হিসেবে। এ দেশের সাহিত্য, সংস্কৃতি এবং প্রগতিশীল আন্দোলনের সঙ্গে সিকান্দার আবু জাফর অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত। সমকালীন সমাজ, রাজনীতি, অর্থনীতির পাশাপাশি ঐতিহাসিকতা ও সাম্রাজ্যবাদীদের অত্যাচার-অনাচারের বিরুদ্ধে দরদি প্রতিবাদ তাঁর নাটকের মূলমন্ত্র।

> "নাটকে সিকান্দার আবু জাফরের আগ্রহ দীর্ঘকালীন। পঞ্চাশ ও ষাটের দশকে, যখন এদেশে নাট্যচর্চা তেমন প্রবল ছিল না, তখন তিনি সমকাল পত্রিকায় পূর্ণাঙ্গ নাটক, একাঙ্ক, কাব্যনাট্য, অনুবাদ নাটক একের পর এক প্রকাশ করে গেছেন। তিনি সমকাল কলা পরিষদ নামে নাট্যসংঘের প্রতিষ্ঠাতা।" (হোসেন ২০১৫ : ৬)

সিরাজ-উ-দ্দৌলা (১৯৬৫) তাঁর অবিস্মরণীয় নাট্যকর্ম। ১৭৫৭ সালের ২৩শে জুন পলাশীর আম্রকাননের রণক্ষেত্রে সংঘটিত এক অন্যায় যুদ্ধে পতন হয় বাংলার শেষ স্বাধীন নবাব সিরাজউদ্দৌলার। এই ঐতিহাসিকতা অবলম্বনে সিকান্দার আবু জাফর জাতীয় জাগরণের লক্ষ্যে নাটকটি রচনা করেছেন। সিরাজ-উ-দ্দৌলা নাটক চার অঙ্ক ও বারোটি দৃশ্যে বিভক্ত ট্রাজেডি নাটক। নাটকের পটভূমিতে দেখা যায় পলাশীর যুদ্ধ, যেখানে ইংরেজ বাহিনীর জয়, বাংলার পরাজয়। নাটকে চরিত্র সৃজন দুটি ধারায় বিভক্ত। একদিকে দেশপ্রেমিক অন্যদিকে স্বার্থপর চরিত্র। চরিত্র চিত্রণ প্রসঙ্গে মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান বলেন -

> "নাটকটির যে ত্রুটি নজরে পড়ে তা এর চরিত্রাবলির একমাত্রিকতা। চরিত্রাবলি দুই শ্রেণীর - ভাল ও মন্দ। ভালো চরিত্র যেমন - সিরাজ, মোহনলাল-ধর্মপ্রাণ দেশপ্রেমী। মন্দ চরিত্রের আবার দুটো ভাগ - ইংরেজ কাপুরুষ; সুযোগ সন্ধানী আর ষড়যন্ত্রী বাঙালীরা স্বার্থপর, বিশ্বাসঘাতক। নাটকের পূর্বাপর আপন আপন একমাত্রিক চরিত্র গুণ থেকে কেউই বিচ্যুত নয়।" (মনিরুজ্জামান ২০১১: ২২১)

সিরাজ-উ-দ্দৌলা নাটকে এক বা একাধিক চরিত্রের উপস্থিতি লক্ষ্যণীয়। চরিত্র সৃজনে নাট্যকার চরিত্রের পেছনেও যেন সক্রিয়, যা দেখা যায় নানাবিধ ষড়যন্ত্রে বিপর্যস্ত এক জাতীয় ঐতিহাসিক বীরকে চিত্রায়ণ করার ক্ষেত্রে। তবে নাট্যকার সিকান্দার আবু জাফর নায়ক সিরাজের বিপর্যয় দেখাতে গিয়ে তার বিপরীত অর্থাৎ খল চরিত্রগুলোকেও সমান শৈল্পিক মাপে তুলে ধরেছেন। তা না হলে নায়কের বিপর্যয়ের চিত্রকে মহামান্বিত করে তোলা যায় না। নাটকে প্রায় চল্লিশটি চরিত্রের উপস্থিতি লক্ষ্যণীয়। তার মধ্যে সিরাজ ব্যতীত অন্য চরিত্রসমূহ নাট্যগুণ নিয়ে বিকশিত হয়নি। অধিকাংশ চরিত্রই একমাত্রিক। নাটকে দেখা যায় ঘসেটি বেগম, মীরজাফর, ক্লাইভ, উমিচাঁদ, রায়দুর্লভ, রাজবল্লভ, জগৎশেঠ, মিরন প্রভৃতি খল মানসিকতার অধিকারী। সিরাজ, মিরমর্দান, মোহনলাল, রাইসুল জোহালা, নারান, উৎপীড়িত ব্যক্তি, সাঁফ্রে প্রভৃতি নীতিবান বা শুদ্ধ ব্যক্তিত্বের অধিকারী। তবে সিরাজ চরিত্রকে দেশপ্রেমিক চরিত্র হিসেবে গঠনের ক্ষেত্রে খল চরিত্রসমূহের পরোক্ষ ভূমিকা দেখা যায়। নাটকের শেষ অঙ্কে আরও দেখা যায়, সিরাজ ও জনতা একই কাতারে এসে দাঁড়িয়েছে। তারা সিরাজকে সমর্থন করলেও যুদ্ধ জানে না। সেহেতু সেনাপতি মোহনলাল বন্দি হবার পর জনতা বাস্তবতার পরিপেক্ষিতেই ধীরে ধীরে মুর্শিদাবাদের নবাব-দরবার ছেড়েছে। জনগণের এই প্রস্থান যেমন তাদের জন্য কষ্টের তেমনি সিরাজের জন্য যন্ত্রণাদায়ক। নবাব দরবার থেকে জনতা চলে যাবার পর লুৎফার সঙ্গে সিরাজের যে কথোপকথন লক্ষ্য করা যায়, তাতে একদিকে নতুন করে শক্তি সঞ্চয়ের আশাবাদ অন্যদিকে খলদের কাছে সবকিছু ছেড়ে দিয়ে পলায়নের গ্লানি কিছুটা হলেও ক্লাইমেক্স হতে পারত কিন্তু তা পরিস্ফুটনের যথাযথ সুযোগ পায়নি। কেননা খল চরিত্রসমূহ বিকশিত হওয়ার জন্যই সিরাজের যন্ত্রণাভোগ দ্বন্দ্ব, পরিতাপকে এগোতে দেয়নি।

দুই

সিরাজ-উ-দ্দৌলা নাটকে 'খল' চরিত্রসমূহের কর্মতৎপরতা, বিশ্লেষণ ও তার স্বরূপ উদঘাটন করতে গেলে দেখা যায় ইংরেজ কাপুরুষ ও সার্থান্ধ, প্রাসাদ ষড়যন্ত্রকারী 'খল' চরিত্রসমূহ একে অপরের পরিপূরক। নবাবের বিশ্বাসঘাতক পুঁজিপতি আর সেনাপতিরা পলাশীর যুদ্ধে ইংরেজদের অধীন হয়েছিল। মির জাফর আলী খাঁ সংক্ষেপে মিরজাফর নিজেই নবাব হওয়ার লোভে হাত মেলান রাজবল্লভ, জগৎশেঠ, রায়দুর্লভ প্রমুখ 'খল' চরিত্রের সাথে। তাছাড়া মিরজাফরের এ উদ্দেশ্য সফল করার পেছনে সিরাজের স্বীয় খালা ঘসেটি বেগমও পুত্র স্নেহে অন্ধ হয়ে শাঠ্যতার আশ্রয় নেয়। নবাব আলিবর্দি খাঁ তাকে

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, Part – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 28
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 217 - 224
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

অত্যন্ত স্নেহ করতেন এবং বৈমাত্রেয় ভাগ্নী শাহ খানমের সঙ্গে মিরজাফরের বিয়ে দেন। আলিবর্দি তাকে সরকারের উচ্চ পদে নিযুক্ত করেন। তিনি কূটকৌশল ও চাতুর্যের মাধ্যমে সেনাপতি পদে অধিষ্ঠিত হয়েছিলেন। আলিবর্দিকে হত্যার ষড়যন্ত্র থেকে শুরু করে দুর্নীতির অভিযোগে সিরাজ তাকে একাধিকবার ক্ষমতাচ্যুত করেছিল। তদুপরি বার বার ক্ষমা পাওয়ার পরও তার বিশ্বাসঘাতকতার পরিবর্তন হয়নি। মিরজাফরের সিংহাসন আহরণ করার ইচ্ছা ছিল পূর্ব পরিকল্পনার অংশ। তা এক দিনের নয় -

> "প্রস্তুতি প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। এখন আমি ভাবছি ইংরেজদের ওপরে পুরোপুরি নির্ভর করা যাবে কিনা?... আমরা অনেক দূর এগিয়ে এসেছি রাজা রাজবল্লভ। ও কথা আর এখন ভাবলে চলবে না। সকলের স্বার্থের খাতিরে ক্লাইভের দাবি মেটাবার যা হোক একটা ব্যবস্থা করতেই হবে। (বিভোর কণ্ঠে) সফল করতে হবে আমার স্বপ্ন। বাংলার মসনদ নবাব আলীবর্দীর আমলে উদ্ধত সিরাজের আমলে মসনদের পাশে অবনত মস্তকে দাঁড়িয়ে আমি এই কথাই শুধু ভেবেছি; একটা দিন, মাত্র একটা দিনও যদি ওই মসনদে মাথা উঁচু করে আমি বসতে পারতাম" (জাফর ২০১৫ : ৭৩)।

'খল' চরিত্র হিসেবে মিরজাফর মিথ্যার প্রশ্রয় নিয়েছিলেন। সিরাজ যখন তাঁর গুপ্তচর নারান (ছদ্মনাম রাইসুল জুহালা) - এর মাধ্যমে জানতে পেরেছিলেন মিরজাফরের ষড়যন্ত্র, তখন রাজ্যের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদের নিজ ধর্ম, ধর্মীয় ব্যক্তি, পবিত্র গ্রন্থ ও উপকরণ নিয়ে শপথ করালে অবলীলায় মিরজাফর খলামির আশ্রয় নিয়েছে। ইংরেজদের প্রলোভনে সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হওয়ার বাসনায় তিনি নীতি-নৈতিকতাহীন এক উন্মাদে পরিণত হন। তাই পলাশীর যুদ্ধে সিপাহসালার পদে অধিষ্ঠিত হয়েও এবং পবিত্র কোরআন ছুঁয়ে নবাবের পক্ষে যুদ্ধ করার শপথ গ্রহণ করলেও তিনি বিশ্বাসঘাতার পথ থেকে বিন্দুমাত্র সরে আসেননি। বরং পলাশীর যুদ্ধে নবাব সিরাজের পতনকে আরও দ্রুত করার জন্য দেশপ্রেমিক সৈন্যদের যুদ্ধ করার অনুমতি দেননি। নবাবের সন্দেহ থেকে নিজেকে মুক্ত করতে বলেছেন—

> "আমি আল্লাহর পাক কালাম ছুঁয়ে ওয়াদা করছি, আজীবন নবাবের আজ্ঞাবহ হয়েই থাকা।" (জাফর ২০১৫ : ৭৩)

নাট্যকার মিরজাফরকে কপট বা খল চরিত্র হিসেবে সৃষ্টি করলেও নাটকের শেষ দিকে কিছুটা মানবিক হিসেবে তুলে ধরেছেন। সিরাজকে যখন মুর্শিদাবাদ থেকে গ্রেপ্তার করে রাজধানীতে নিয়ে আসা হয়, তখন মিরজাফরের 'তাকে রাজধানীতে নিয়ে আসবার কী দরকার? বাইরে যে কোন জায়গায় আটকে রাখলেই তো চলত' (জাফর ২০১৫ : ১০৬)। (চতুর্থ অঙ্ক : প্রথম দৃশ্য) উক্তিটিতে মানবিকতার পরিচয় পাওয়া যায়। এছাড়া ক্লাইভের - 'অর্ডিনারি পাবলিক' (জাফর ২০১৫ : ১০৬) দ্বারা সিরাজের মুখে থুথু দেওয়ার প্রসঙ্গ তুললে মিরজাফর বলেছে - 'অতটা কেন?' (জাফর ২০১৫ : ১০৬) তবে মিরজাফর পুত্র মিরন ও নবাব পরিবারে আশ্রিত ও পালিত মোহাম্মদী বেগ চরিত্র দুটিও 'খল' চরিত্র হিসেবে কম নয়। মিরন প্রত্যাশী ছিল সিরাজের স্ত্রী লুৎফার, আর মোহাম্মদী বেগের নেশা ছিল টাকা, সেজন্য সিরাজকে হত্যার সময় তার হাত কাঁপেনি। মিরন পিতার মতই দুশ্চরিত্র, নিষ্ঠুর ও ষড়যন্ত্রকারী। মিরজাফরের সঙ্গে অন্যান্য বিশ্বাসঘাতক রাজ্য-অমাত্যদের যোগাযোগের কাজ করত মিরন। তারই ষড়যন্ত্রে মোহম্মাদি বেগ হতভাগ্য সিরাজকে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করে। সীমাহীন এই পাপী চরিত্র ক্ষমতা তার বাবার কুক্ষিগত করার জন্য অন্যান্য খল চরিত্রদের মনোবাসনা পূর্ণ করতে চেয়েছে। সে রায়দুর্লভকে বলেছে,-

> "আপনার ব্যবস্থা তো পাকা। সিরাজের পতন হলে আব্বা হবেন মসনদের মালিক। কাজেই সিপাহসালার-এর পদ আপনার জন্য একেবারে নির্দিষ্ট।" (জাফর ২০১৫ : ৭৫)

সিরাজউদ্দৌলা কর্তৃক ১৭৫৬ খ্রিষ্টাব্দে বাংলার শাসনভার গ্রহণের পূর্বে ও পরে বিভিন্ন ব্যাপারে ঘসেটি বেগমের সঙ্গে তাঁর সংঘাত চলতে থাকে। সিরাজ তাঁর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রকারীদের মধ্যে অন্যতম রাজবল্লভকে আটক করে মুর্শিদাবাদে নিয়ে আসেন। এ সময়ে ঘসেটির তৎপরতায় রাজবল্লভ মুক্তি পান। এতে সিরাজ ঘসেটির ওপর অনেক রুষ্ট হন। আবার হোসেন কুলি খান নামক এক ব্যক্তির সঙ্গে ঘসেটি বেগমের বিশেষ সম্পর্ক গড়ে উঠলে এক পর্যায়ে সিরাজের নির্দেশে ঐ ব্যক্তিকে মেরে ফেলা হয়। এতে ঘসেটি বেগম সিরাজের প্রতি চরম ক্ষুব্ধ হন এবং নবাবের বিরুদ্ধে আরও গভীর ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হন (রায় ২০১০ : ৭৩)। সিরাজের সৈন্যরা ঘসেটি বেগমকে বন্দি করে মুর্শিদাবাদে আনলে নবাব তাঁকে নিজ প্রাসাদে নিয়ে

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, Part – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 28
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 217 - 224
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

আসেন এবং মাতা আমেনা বেগমের তত্ত্বাবধানে রাখেন যাতে তিনি কোনো ধরনের ষড়যন্ত্র করতে না পারেন। কিন্তু এখানে এসেও তিনি চুপ করে থাকেননি। জানা যায় যে, তিনি এখান থেকে মির জাফর আলী খানের সঙ্গে গোপনে যোগাযোগ রক্ষা করতেন এবং অর্থ ও পরামর্শ পাঠিয়ে সিরাজকে উৎখাত করার জন্য উৎসাহ দিতেন। ঘসেটি বেগমের প্রজ্ঞা ও দূরদর্শিতার কারণেই বাংলার প্রভাবশালী এই বিশেষগোষ্ঠী ও ইংরেজ কোম্পানি উভয়েরই সাথে তিনি কৌশলী ও সুসম্পর্ক বজায় রাখতে সক্ষম হয়েছিলেন। এরই ফলস্বরূপ সিরাজ বিরোধী এই ষড়যন্ত্র পলাশীর যুদ্ধে সিরাজের পতন পর্যন্ত চলতে থাকে এবং ইংরেজদের হাতে নবাবের পতন ঘটে, যার মূলে অন্যতম ব্যক্তি ছিলেন ঘসেটি বেগম (আকমাম ২০২০ : ৭৫)। এই ঘসেটি বেগমকে সিরাজ মুর্শিদাবাদের সুরম্য মতিঝিল প্রাসাদ থেকে সরিয়ে দিয়ে রাজপ্রাসাদে প্রায় বন্দি অবস্থায় রাখেন এবং তার সমস্ত টাকাকড়ি, গয়নাগাটি ও সোনাদানা বাজেয়াপ্ত করেন। কিন্তু ঘসেটি বেগম নানা কৌশলে নবাব সিরাজের বিশ্বাসঘাতক আমাত্য ও ইংরেজদের সঙ্গে সম্পর্ক রেখে চলেছিলেন (আবের ২০১১ : ১৮)।

মিরজাফরের বিশ্বাসঘাতকতা এবং সিংহাসনের প্রতি আক্রোশের আগ্রহ নবাব পরিবারের সদস্যদের বৈরাচরণের কারণে। ক্ষমতাভিলাসী, স্বার্থপরায়ণ নারী সিরাজের খালা ঘসেটি বেগম। সে খলামির মাধ্যমে রাজনৈতিক প্রাধান্য লাভ করতে চেয়েছিলো, উদ্দেশ্য ছিল মদ্যপ ও নারীলোলুপ পুত্র শওকতজঙ্গকে নবাব করার। শৈশবে সিরাজকে স্বস্নেহে লালন পালন করলেও সে শওকতজঙ্গের ভবিষ্যৎ কামনায় নৈরাশ্যবাদী ঘসেটি বেগম সিরাজকে অভিশাপ দিতে দ্বিধা করেনি। আমিনাকে লক্ষ্য করে ঘসেটি বেগমের উক্তিতে তা প্রমাণিত –

> "অদৃষ্টের পরিহাস - তাই ভুল করেছিলাম। যদি জানতাম বড় হয়ে সে একদিন আমার সৌভাগ্যের অন্তরায় হবে, যদি জানতাম অহরহ সে আমার দুঃশ্চিন্তার একমাত্র কারণ হয়ে দাঁড়াবে, জীবনের সমস্ত সুখ-শান্তি সে গ্রাস করবে রাহুর মত, তাহলে দুধের শিশু সিরাজকে প্রাসাদ-চত্বরে আছড়ে মেরে ফেলতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা করতাম না।" (জাফর ২০২৫ : ৮২)

ঘসেটি বেগমের শঠতা এবং রাজনৈতিক প্রাধান্য লাভের আশায় হিংসুক অবস্থা নবাব-পত্নী লুৎফুন্নিসার প্রতিও অবজ্ঞা প্রদর্শন করেছে। লুৎফা নিজ কক্ষে ঘসেটি বেগমকে এগিয়ে অভ্যর্থনা জানালে, উত্তরে সে বলেছে –

> "বেঁচে থাকো। সুখী এবং সৌভাগ্যবতী হও এমন দোয়া করলে আমার পক্ষে অভিশাপ হয়ে দাঁড়াবে।" (জাফর ২০২৫ : ৮২)

নবাবী বাংলার প্রাসাদ রাজনীতিতে কৌশলী ও দূরদর্শিতার কারণে ঘসেটি বেগম একদিকে অগাধ ক্ষমতা ও ধন-সম্পদের মালিক হয়েছিলেন। অন্যদিকে নারী হয়েও প্রভাবশালী ইংরেজ ও দেশীয় অভিজাতদের সিদ্ধান্তকে প্রভাবিত এমনকি অনেক ক্ষেত্রে নিজের সিদ্ধান্ত তাঁদের মাধ্যমে সম্পন্ন করতে সক্ষম হয়েছিলেন। সিরাজ-উ-দ্দৌলা নাটকে 'খল' চরিত্র হিসেবে জগৎশেঠ, রায়দুর্লভ ও রাজবল্লভের ভূমিকা কম নয়। সিরাজের স্বার্থপর, অর্থলোলুপ, বিশ্বাসঘাতক আমাত্যদের মধ্যে তারা অন্যতম। তবে এ খল চরিত্র তিনটি মিরজাফরের মত সিংহাসন দখল করতে চায়নি। তারা অর্থের প্রত্যাশী। দেখা যায় রায়দুর্লভ ক্ষুদ্র শক্তিধর, কিন্তু প্রয়োজনীয় মুহূর্তে নবাবের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতার গুরুত্ব সবাই স্মরণ করেছে। তাছাড়া, এ সমস্ত কারণে সিরাজের ব্যক্তিত্বের কাছে তারা নতশির, সিরাজের ক্ষমতাকে তুচ্ছ করার ক্ষমতা এদের ছিল না। এসব চরিত্র নিজ স্বার্থের জন্য সিরাজউদ্দৌলার সঙ্গে শঠতার আশ্রয় নিলেও তাঁর ব্যক্তিত্ব ও বীরত্বকে স্বীকার করে। সেজন্য সিরাজ সম্পর্কে ক্লাইভের মন্তব্যের প্রতিক্রিয়ায় জগৎশেঠ বলেছে –

> "ভগবানের দিব্যি কর্নেল সাহেব, তোমরা বড় বেহায়া। এই সেদিন কলকাতায় যা মার খেয়েছো এখনো তার ব্যথা ভোলার কথা নয় এরি ভেতরে।" (জাফর ২০১৫ : ৭৭)

সিরাজ-উ-দ্দৌলা নাটকে উমিচাঁদ বড়ো ধুরন্ধর ও 'খল' চরিত্র ছিল। দালালি ব্যবসা করে উমিচাঁদ তৎকালীন সময়ে প্রায় কোটি টাকার মালিক হয়েছিল। কখনো কখনো নবাবের প্রয়োজনে কড়া সুদে টাকা ধার দিয়ে দরবারে যথেষ্ট প্রভাবশালী হয়েছিলেন। প্রচুর টাকার অধিকারী হয়ে উমিচাঁদ দেশের রাজনীতিতে প্রবেশ করেন। ইংরেজদের কথা নবাবের কাছে এবং নবাবের কথা ইংরেজদের কাছে অবলীলায় স্বীকার করে দুপক্ষের সঙ্গে সুসম্পর্ক রাখতেন। গভর্নর রজার ড্রেক তাকে একবার বন্দি করে ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গে রেখেছিলেন। উমিচাঁদ, মিরজাফরসহ অন্যান্যদের নবাববিরোধী চক্রান্ত ও

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, Part – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 28
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 217 - 224
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

শলাপরামর্শের অন্যতম সহযোগী ছিলেন। ভাগীরথী নদীতে জাহাজে অর্ধাহারে যখন ইংরেজদের সময় কাটছিল, তখন উমিচাঁদ-ই কলকাতার দেওয়ান রাজা মানিকচাঁদকে হাত করেছিল টাকার বিনিময়ে। 'খল' চরিত্র মানিকচাঁদও তার সহযোগী। তার খলামির চূড়ান্ত রূপ দেখা যায় ড্রেকের নিকট পাঠানো পত্রতে -

> "আমি চিরকালই ইংরেজদের বন্ধু। মৃত্যু পর্যন্ত এই বন্ধুত্ব আমি বজায় রাখিব। মানিকচাঁদকে অনেক কষ্টে রাজি করানো হইয়াছে, সে কলকাতায় ইংরেজদের ব্যবসা করিবার অনুমতি দিয়াছে। এর জন্য তাহাকে বারো হাজার টাকা নজরানা দিতে হইয়াছে। টাকাটা নিজের তহবিল হইতে দিয়া দেওয়ানের স্বাক্ষরিত হুকুমনামা হাতে হাতে সংগ্রহ করিয়া পত্রবাহক মারফত পাঠাইলাম। এই টাকা এবং আমার পারিশ্রমিক ও অন্যান্য ব্যয় বাবদ যাহা ন্যায্য বিবেচিত হয় তাহা পত্রবাহকের হাতে পাঠাইলে আমি চিরকৃতজ্ঞ থাকব।" (জাফর ২০১৫ : ৫৭)

নাট্যকার পলাশীর যুদ্ধের পটভূমিতে ইংরেজদের ষড়যন্ত্রের অংশ হিসেবে দেশীয় স্বার্থপর, লোভী চরিত্র অঙ্কন করতে গিয়ে দেখিয়েছেন, কপট চরিত্রসমূহ কখনোই নিজস্বার্থ ভিন্ন অন্যকোনো কথা চিন্তা করেনি। এমনকি দেশের স্বাধীনতা বিসর্জনেও তারা পিছপা হননি। রাজবল্লভ, জগৎশেঠ, রায়দুর্লভ প্রমুখ বিশ্বাসঘাতক ষড়যন্ত্রকারীরা ইংরেজ বেনিয়াদের সঙ্গে হাত মিলিয়েছেন। প্রসঙ্গত উক্ত তিনটি চরিত্রের সঙ্গে ঘসেটি বেগমের কথোপকথনের দিকে দৃষ্টি দিলে বোঝা যায় তাদের কাছে দেশের স্বার্থের চেয়ে নিজের স্বার্থ কত বড় ছিল। তবে নাটকে নায়ক সিরাজের পতনের অন্তিম পর্যায়ে এসে মুর্শিদাবাদ নবাব দরবারে সিরাজ আর জনতা একই কাতারে এসে দাঁড়িয়েছে। তারা সিরাজকে সমর্থন করলেও, মোহনলালের মৃত্যুর সংবাদে দরবার ফাঁকা করে চলে যায়। এখানে জনতার মধ্যে দেশপ্রেমের অভাব দেখা যায়, যা দেশের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা ছাড়া আর কিছু নয়। তাছাড়া 'খল' চরিত্র হিসেবে সিরাজের শ্বশুর মুহম্মদ ইরিচ খাঁ কম নয়। কাণ্ডহীন সিরাজের খাজাঞ্চির কাছ থেকে সৈন্য সংগ্রহের নামে বিপুল পরিমাণ টাকা নিয়ে পালিয়ে গিয়েছে। নাট্যকারের ভাষায় -

> "বার্তাবাহক : শহরে আরও বিশৃঙ্খলা দেখা দিয়েছে জাঁহাপনা। মুহম্মদ ইরিচ সাহেব এইমাত্র সপরিবারে শহর ছেড়ে চলে গেলেন।
>
> সিরাজ : (বিস্ময়ে বিমূঢ়) ইরিচ খাঁ পালিয়ে গেলেন ! সিরাজউদ্দৌলার শ্বশুর ইরিচ খাঁ।
>
> বার্তাবাহক : জাঁহাপনা।
>
> সিরাজ : আশ্চর্য! এই কিছুক্ষণ আগে তিনি আমার কাছ থেকে অজস্র টাকা নিয়ে গেলেন সেনাবাহিনী সংগঠনের জন্য।" (জাফর ২০১৫ : ৯৮)

তিন

সিরাজ-উ-দ্দৌলা নাটকে 'খল' চরিত্র বিশ্লেষণে এ পর্যায়ে ইংরেজ কাপুরুষ চরিত্রের মন্দ দিকগুলো দেখা যাক। ইংরেজ পক্ষের গভর্ণর ড্রেক পালিয়ে গেলেও কর্নেল ক্লাইভ অধিক সংখ্যক সৈন্য নিয়ে মাদ্রাজ থেকে কলকাতায় এসে দুর্গ দখল করে। ক্লাইভ ছিলেন যেমন ধূর্ত তেমনি সাহসী, আবার যেমন মিথ্যাচারী তেমনি কৌশলী। সিরাজের অধিকাংশ লোভী, স্বার্থপর, খল সেনাপতিদের প্রলোভন দিয়ে নিজের দলে ভিড়িয়েছিলেন। এই ক্লাইভই শঠতার মাধ্যমে নবাবের বিরুদ্ধে সরাসরি যুদ্ধ ঘোষণা করে। কতটা ধুরন্ধর হলে সিরাজের কাছের সমস্ত পদস্থ লোককে বিষিয়ে তোলা যায়,তার প্রমাণ ক্লাইভের এই উক্তিতে -

> "আমি জানতাম কাউয়ার্ডদের ওপর কোনো কাজের জন্যই ভরসা করা যায় না। তাই বিপদের ঝুঁকি নিয়ে দলিল সই করাতে নিজেই এসেছি। এখন দেখছি আমার অনুমান অক্ষরে অক্ষরে সত্তি। (মীরজাফরকে) আরে বাংলা আপনাদেরই থাকবে। রাজা হয়ে আমরা কী করব? আমরা চাই টাকা, আপনাদের কোনো ভয় নেই। ইউ আর স্যাক্রিফাইসিং দ্যা নবাব অ্যান্ড নট দ্যা কান্ট্রি, দেশের জন্য দেশের নবাবকে আপনারা সরিয়ে দিচ্ছেন। কারণ সে অত্যাচারী। সে থাকলে দেশের কল্যাণ হবে না।" (জাফর ২০১৫ : ৮০)

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, Part – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 28
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 217 - 224
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

যে উমিচাঁদের সহায়তায় ক্লাইভ যুদ্ধ জয় করে, সেই উমিচাঁদের সঙ্গে প্রতারণা করবার উদ্দেশ্যে সে প্রস্তুত করে জাল দলিল। মূল দলিলে লেখা ছিল, নবাব পরাজিত হলে কোম্পানি উমিচাঁদকে বিশ লক্ষ টাকা প্রদান করবে, কিন্তু স্বার্থ উদ্ধার হবার পর ক্লাইভ তার প্রতিশ্রুতি বিস্মৃত হয়। নাটকে উমিচাঁদ ও ক্লাইভের কথোপকথনে ক্লাইভের ধূর্তমি প্রকাশ পায়। ক্লাইভের ভণ্ডামি, শঠতা এখানেই শেষ হয়নি। নবাবের বিরুদ্ধে দলিলে স্বাক্ষর করবার সময় মীরজাফর যখন দোলাচলবিদ্ধ, তখন ক্লাইভ নিক্ষেপ করেছে উত্তেজক বাক্যবাণ –

> "বিদ্রোহী সেনাপতি, অথচ উইমেনদের চেয়েও কাওয়ার্ড। একই পদ্ধতি সে অনুসরণ করেছে মীরজাফরের পুত্র মীরনকে উত্তেজিত করতে এবং এক্ষেত্রে সে ব্যবহার করেছে লুৎফুন্নিসা প্রসঙ্গ।" (কবীর ২০১৮ : ২৬)

ক্লাইভ মিরনের মধ্যে জাগিয়েছে এক আদিম প্রবৃত্তি। নারী রূপের প্রতি মিরনের যে মোহ তা প্রজ্জ্বলিত করতে সে বলেছে–

> "তোমার নিজের হাতেই সিরাজউদ্দৌলাকে মারতে হবে, ইন ইওর ওন ইনটারেস্ট। সে বেঁচে থাকতে তোমার কোন আশা নাই। নবাবি মসনদ তো পরের কথা, আপাতত হোয়াট অ্যাবাউট দ্যা লাভলি প্রিন্সেস?" (জাফর ২০১৫ : ১০৭)

ইংরেজদের সংখ্যা নিতান্তই অল্প ছিল। তারা এসেছিল বাণিজ্য করার জন্য। তবে –

> "দুর্গ সংস্কার করাই ইংরাজের উদ্দেশ্য, ফরাসি যুদ্ধের আশঙ্কার সংবাদ একটা ধূয়া মাত্র।" (মৈত্র ২০১৭ : ১০৭)

সিরাজ এই সন্দেহটাই করেছে ইংরেজদের। দুর্গ সংস্কার করে সামরিক শক্তি বৃদ্ধির ছল, দুর্গের আশেপাশে গ্রামের পর গ্রাম দখল নেওয়া-প্রভৃতি বিষয়ে সিরাজ প্রশ্ন করলে ইংরেজদের প্রতিনিধি ওয়াটস ছলতার প্রশ্রয় নিয়েছে –

> "ইওর এক্সিলেন্সি আমাদের সম্বন্ধে ভুল খবর শুনেছেন। আমরা এ দেশে বাণিজ্য করতে এসেছি। ইউ হ্যাভ কাম টু আর্ন টু মানি অ্যান্ড নট টু গেট ইনটু পলিটিক্স। রাজনীতি আমরা কেন করব।" (জাফর ২০১৫ : ৫০)

হলওয়েল, ড্রেক, কিলপ্যাট্রিক, মার্টিন, ক্লেটন চরিত্রের মধ্যেও খলতার চিত্র ফুটে ওঠেছে। মিথ্যা বলে অসত্য ও অন্যায়ের আশ্রয় নিয়ে সিরাজকে এবং তাঁর শাসনামলকে কলঙ্কিত করাই ছিল হলওয়েলের উদ্দেশ্য। হ্যারি, মার্টিন প্রমুখ ইংরেজ চরিত্রসমূহ কোম্পানির সামান্য বেতনে চাকুরে হলেও শঠতার মাধ্যমে তাদের ব্যাংক হিসাব জব্দ করেছিলো। তাদের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল এদেশের মসনদ দখল করা। সেজন্য তারা ফোর্ট উইলিয়াম জাহাজে অনাহারে, অর্ধপেটে ও এক কাপড়ে দিনাতিপাত করেছে, এটাই ছিল তাদের প্রবঞ্চনা।

পরিশেষে সিজাজ-উ-দৌলা নায়ক ও 'খল' চরিত্রসমূহের সংঘাতের ফলে নাটকটি বীররসে শুরু হলেও শেষ হয়েছে করুণরসে। এক অপরিসীম যন্ত্রণাদগ্ধ পরিণতি নাটকটিকে ট্রাজেডির শিল্পমান স্পর্শ করেছে। সিরাজ-উ-দ্দৌলা নাটকে নায়ক সিরাজ 'খল' চরিত্রসমূহের দ্বারা প্রতিনিয়ত ষড়যন্ত্রের শিকার হয়েছেন, গুপ্তচরের মাধ্যমে সে ষড়যন্ত্র আভাস পেয়েও ঔদার্য, মানবিকতায় আমৃত্য তাদের প্রতিই আস্থাশীল ছিলেন এবং কখনোই এই মন্দ চরিত্রসমূহের প্রতি নির্দয় ও কঠোর হতে পারেনি। নাট্যকার নাটকে প্রচুর ঐতিহাসিক তথ্য ব্যবহার করেছেন - এতে নাট্যকারের স্বাধীনতা কম থাকলেও সীমাবদ্ধতা বেশি ছিল। তাঁর নায়ক সিরাজকে এতটাই দেশপ্রেমে যুক্তিযুক্ত ভাবে উপস্থাপন করেছেন, তেমনিভাবে খল বা বিশ্বাসঘাতক চরিত্রসমূহের স্বার্থকে স্বার্থের দিক দিয়েই তুলে ধরেছেন। লক্ষ্যণীয় যে, শুধু স্বার্থের খাতিরেই তারা ইংরেজদের সহযোগী। তদুপরি তারা হৃদয় থেকে ইংরেজদের উচ্চস্থান দেয়নি। সুযোগ পেলেই বিভিন্ন মন্তব্য করেছে। অথচ নাটকের 'খল' চরিত্রসমূহের উচ্চাকাঙ্ক্ষা ও লোভ তাদের বিশ্বাসঘাতক করে তুলেছে।

Bibliography:

ঘোষ, বিশ্বজিৎ, বাংলাদেশের সাহিত্য, ঢাকা : প্রতীক, ১৯৯১

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, Part – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 28
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 217 - 224
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

বিল্লাহ, ড. মোঃ বাকী, প্রবন্ধ : বুদ্ধদেব বসুর 'প্রথম পার্থ' ও মুনীর চৌধুরীর 'রক্তাক্ত প্রান্তর' : তুলনামূলক বিশ্লেষণ, বাংলা গবেষণা পত্রিকা, নবম সংখ্যা, প্রকাশকাল : অক্টোবর ২০১৭

চট্টোপাধ্যায়, কুন্তল, সাহিত্যের রূপ-রীতি ও অন্যান্য প্রসঙ্গ, কলকাতা: রত্নাবলী, ষষ্ঠ মুদ্রণ, ফেব্রুয়ারি ২০০৯

রহমান, ড. মোঃ মনজুর, প্রবন্ধ : বাংলা উপন্যাসে খল চরিত্র, বাংলা গবেষণা পত্রিকা, নবম সংখ্যা, অক্টোবর ২০১৬, প্রকাশকাল : অক্টোবর ২০১৭

ঘোষ, অজিত কুমার, নাটকের কথা, কলকাতা: সাহিত্যলোক, চতুর্থ সংস্করণ, জুন ২০০৩

চৌধুরী, জামিল, সম্পাদিত, বাংলা একাডেমি আধুনিক বাংলা অভিধান, পরিবর্ধিত ও পরিমার্জিত সংস্করণ: বৈশাখ ১৩২৪/ এপ্রিল ২০১৬

Dictionary, Oxford Advanced Learners, Oxford University Press, 2010

ঠাকুর, রবীন্দ্র রচনাবলী, দ্বাদশ খণ্ড, ঐতিহ্য প্রকাশন, তৃতীয় সংস্করণ, চৈত্র ১৪১২, মার্চ ২০০৬

হোসেন, ড. রবিউল ভূমিকা ও সম্পাদনা, সিরাজ-উ-দ্দৌলা, ঝিনুক প্রকাশনী, মার্চ ২০১৫

মনিরুজ্জামান, মোহাম্মদ, কালের কল্লোল, প্রতীতি প্রকাশন, ফেব্রুয়ারি ২০১১

চৌধুরি, সুশীল, নবাবি আমলে মুর্শিদাবাদ, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, ৬ষ্ঠ সংস্করণ, ২০১৫

জাফর, সিকান্দার আবু, সিরাজ-উ-দ্দৌলা ভূমিকা ও সম্পাদনা ড. রবিউল হোসেন, ঝিনুক প্রকাশনী, ২০১৫

রায়, শ্রী নিখিল নাথ, মুর্শিদাবাদ কাহিনী, ঢাকা:প্রথম দিব্য প্রকাশ, সংস্করণ, ২০১০

আকমাম, নাখলু জাতুল, প্রবন্ধ, নবাবি বাংলার প্রাসাদ রাজনীতিতে নারী, ইনস্টিটিউট অব বাংলাদেশ স্টাডিজ জার্নাল (বাংলা), সংখ্যা ২৪

আরেব, এস.জি আব্বাস, নবাব সিরাজউদ্দৌলা পরিবারের অজানা কথা, বুকস ফেয়ার, ২০১১, ঢাকা।

কবীর, মীর হুমায়ুন, সিকান্দার আবু জাফর ও সাইদ আহমদের নাটক, ভাষা প্রকাশ, ফেব্রুয়ারি ২০১৮

মৈত্রেয়, অক্ষয় কুমার, সিরাজউদ্দৌলা, দিব্য প্রকাশ, তৃতীয় সংস্করণ, জুন ২০১৭